কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)

ট্রেড ইউনিয়নের অবস্থানপত্র

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্স

প্রেক্ষাপট

এই বিশ্বায়নের যুগে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মুক্তবাজার অর্থনীতি, বাণিজ্য উদারীকরণ, অর্থ ও পণ্যের অবাধ চলাচল, সরাসরি বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগসহ বেশকিছু কর্মসূচী চালু হয়েছে। নতুন এই আর্থিক ব্যবস্থাপনা শ্রমজীবী মানুষের জন্য নিয়ে আসছে চ্যালেঞ্জ/নানামুখী জটিলতা। রাষ্ট্রায়াত্ব খাতের শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে চাকুরীচ্যুত হচ্ছে মিলিয়ন, মিলিয়ন শ্রমিক। প্রাতিষ্ঠানিক খাত বন্ধ হয়ে চাকুরী চলে যাচ্ছে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে, যৌথ দরকষাকষি দূর্বল হয়ে পড়ছে।

এই কর্মপরিবেশে কাজ করতে শ্রমিকরা বাধ্য হচ্ছে। এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার, সেজন্য শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রে শোভন কাজ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি, বিশ্বায়ন এর যুগে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেহেতু সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য প্রধান উন্নয়ন অংশীদার সেহেতু তাদের কর্তব্য হচ্ছে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, আন্তর্জাতিক নীতি ও নিয়ম অনুযায়ী সিএসআর কার্যক্রম নিশ্চিত করে শ্রমিকের উন্নয়ন সহ পরিবেশের উন্নয়ন করা।

বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে সারাবিশ্বে চিহ্নিত হয়েছে। এই জলবায়ুর বিরূপ পরিবর্তনের একমাত্র কারন কার্বন নিঃসরন। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের নৈতিক দায়িত্ব এই সমস্যার মোকাবেলা করে পরিবেশের উন্নয়ন ও সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা। কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা-সিএসআর এমন একটি ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা ধারণা যেখানে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সামাজিক ও পরিবেশগত ইস্যুকে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করবে এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদেরকে এ প্রক্রিয়ায় অর্ন্তভূক্ত করবে।

সিএসআর হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের অংশীদার হবে এবং অগ্রগতিতে অবদান রাখবে।

তিনটি ইস্যুকে প্রাধান্য দিয়ে সিএসআর বিষয়টির উৎপত্তি; মানুষ, পৃথিবী/পরিবেশ এবং মুনাফা (পিপলস্, প্ল্যানেট, প্রফিট)।

সুতরাং, শ্রমিক-কর্মচারী, যারা শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অংশীদার তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সিএসআর কার্যক্রমে উপকারভোগী হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনে সক্ষম করে তোলার জন্য সিএসআর কার্যক্রমে ট্রেড ইউনিয়নের যুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সিএসআর ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ:

দূর্বৃত্তায়নের অথনৈতিক ব্যবস্থা, অনৈতিক মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বৈষম্যমূলক বাণিজ্য উদারীকরণ নীতি ও ধনীদের সকল সুযোগ-সুবিধা দিয়ে অন্যায্য সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ ব্যবস্থা শ্রমিকের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি। বিশ্বের সকল মানুষের কল্যাণের জন্য একটি নতুন অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনার দরকার।

বর্তমানে সকল বাজারকে একীভূত করার যে প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বহুজাতিক কোম্পানীগুলো যে দ্রুত গতিতে সরবরাহ চক্র বৃদ্ধি করছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য মুনাফা বৃদ্ধি। কোম্পানীসমূহ কত দ্রুত মুনাফা করা যায় এই অথনৈতিক প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। এর ফলে শ্রমিক বঞ্চিত হচ্ছে। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে সিএসআর এর গাইড লাইন্স অনুসরণের উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশের রয়েছে। এজন্য বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশী পণ্য ও ব্যবসার অবাধ প্রসার ও প্রচলন নিশ্চিত করতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সহ অন্যান্য জোটের নির্ধারিত সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতিমালা অনুযায়ী সিএসআর কার্যক্রমের প্রচলন করা দরকার।

শ্রমিক ও কর্মচারীদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সিএসআর কার্যক্রমের উপকারভোগী হিসেবে অর্ন্তভূক্ত করার জন্য এ্যাডভোকেসি করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সাধারন মূল্যায়ন :

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর সিএসআর কার্যক্রম ও কার্যবিধির প্রকৃতি এখন পর্যন্ত মূলত অস্পষ্ট। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিএসআর আধুনিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে, শুধু বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র বিশ্বে।

একটি সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান হল সেটাই যার ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাবৃন্দ বহুবিধ অংশীদারদের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখে। একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র নিজেদের অংশীদারদের লাভের জন্যই কাজ করবেনা। সে তার কর্মচারি, সরবরাহকারী, বিক্রেতা, স্থানীয় জনগন ও সর্বপরি দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্যও কাজ করবে। ইউরোপীয় কমিশন (২০০১; ২০০২; ২০০৬) সিএসআর-কে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে, "একটি ধারণা যার দ্বারা কোন প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা এবং অংশীদারদের সাথে মতবিনিময়ের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়াবলী সম্পর্কে

খেয়াল রাখে"। বেশিরভাগ সংজ্ঞাতেই সিএসআর-কে বিবেচনা করা হয় অংশীদারদের কাছে প্রতিষ্ঠানের একটি অঙ্গীকার হিসেবে। যেখানে প্রতিষ্ঠান তার অংশীদারদের কাছে অঙ্গীকার করে যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই পদ্ধতিতে স্বচ্ছ ও নৈতিকতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করা হবে। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক লাভের জন্য নয়, সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের জন্যও ব্যবসা- এটাই সিএসআরের মূল ধারণা।

সিএসআর হচ্ছে ব্যবসা, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সমাজের মধ্যে বিদ্যমান আন্ত নির্ভরশিলতা বিশ্লেষণের একটি মাধ্যম। সিএসআর হচ্ছে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তার সমাজের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনার একটি মাধ্যম, দায়িত্বসমূহ কিভাবে পালন করা হবে তা উপস্থাপনের একটা পথ এবং এই সব দায়িত্ব পালনের ফলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ চিহ্নিত করার একটি উপাদান।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সামাজিক দায়বদ্ধতা বাস্তবায়ন করতে বিশ্ব ব্যাংক, অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই সংস্থাসমূহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখছে যেমন পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়, যেখানে অন্যরা তাদের মনোযোগ দিচ্ছে শ্রম ও মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে । বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান সিএসআর কার্যক্রমে অংশগ্রহন করার মাধ্যমে পরিচিতি বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তাই দিন দিন সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সম্মিলিত উন্নয়নে সিএসআর কাঠামোর শর্তাবলী- আন্তর্জাতিক মানদন্ডের আলোকেঃ

আন্তর্জাতিক শ্রম মানের আলোকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সিএসআর আইন ও নীতিমালা রয়েছে যা সিএসআর কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে। কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সিএসআর এর যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নিরলসভাবে বিভিন্ন তত্ত্ব ও নীতিমালা প্রনয়নের কাজ করে যাচ্ছে।

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (ইউডিএইচআর)

সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা পত্রের ২৩(গ) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক কর্মীর তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম, এমন ন্যায্য ও অনুকুল পারিশ্রমিক এবং প্রয়োজনবোধে সেই সংগে সামাজিক সংরক্ষনের জন্য ব্যবস্থাদি সংযোজিত লাভের অধিকার রয়েছে।
সিএসআর এর মাধ্যমে শ্রমিকের জীবনযাপনকে উন্নত করা সম্ভব।

ইউএন গাইডিং প্রিন্সিপাল্‌স অন বিজনেস এন্ড হিউম্যান রাইটস (ইউএনজিপিএস): "সুরক্ষা, সম্মান এবং প্রতিকার"

১০টি মূল বিষয় :

মানবাধিকার

মূলনীতি ১. ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান; আন্তর্জাতিক ভাবে ঘোষিত মানবাধিকারের সমর্থন, সুরক্ষা ও সম্মান করবে; এবং

মূলনীতি ২. নিশ্চিত করতে হবে তারা মানবাধিকার লংঙ্ঘন করছে না।

শ্রমিক

মূলনীতি ৩. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সংগঠন ও যৌথ দরকষাকষি করার অধিকার এবং স্বাধীনতা থাকতে হবে;

মূলনীতি ৪. সকল ধরনের বাধ্যতামূলক শ্রম বর্জন।

মূলনীতি ৫. শিশু শ্রম কার্যকর বিলুপ্তি; এবং

মূলনীতি ৬. কর্মসংস্থান ও পেশার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ।

পরিবেশ

মূলনীতি ৭. ব্যবসায় সমর্থন করা উচিত পরিবেশ রক্ষায় সর্তকতামূলক পদ্ধতি;

মূলনীতি ৮. বৃহত্তর উদ্যোগ গ্রহন করা উচিত পরিবেশের উন্নয়নে ; এবং

মূলনীতি ৯. পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং প্রচার ও প্রসারে উৎসাহিত করা।

দুর্নীতি দমন

মূলনীতি ১০. ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাজি ও ঘুষ অর্থ পাচারসহ সকল দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করা।

ইউএন গ্লোবাল কম্প্যাক্ট (ইউএনজিসি)

মূলনীতি

- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সংগঠন ও যৌথ দরকষাকষি করার অধিকার এবং স্বাধীনতা থাকতে হবে
- সকল ধরনের বাধ্যতামূলক শ্রম; বর্জন
- শিশু শ্রম কার্যকর বিলুপ্তি
- কর্মসংস্থান ও পেশার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ

আইএলও কনভেনশন; আইএলও ডিক্লারেশন অন ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালস এন্ড রাইটস অ্যাট ওয়ার্ক

- কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতি ও অধিকার বিষয়ে আইএলও ঘোষণা
  এটি আইএলও'র কেন্দ্রীয় শ্রমমান বাস্তবায়নের জন্য সরকারের উপর একরকম বাধ্যবাধকতা তৈরী করে।
- বহুজাতিক উদ্যোগ ও সামাজিক নীতি সংক্রান্ত ত্রীপক্ষীয় ঘোষণা (এমএনই ডিক্লারেশন)
  এটি সরকার এবং আইএলওর সংগঠক ও অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি নির্দেশনা।

অরগানাইজেশন ফর ইকোনোমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট (ওইসিডি) নির্দেশিকা:

- চাকুরি এবং শিল্প সম্পর্ক:
- সংগঠন/ট্রেড ইউনিয়ন করা এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার
- শিশুশ্রম নিরসন
- বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ
- বৈষম্যহীনতা
- চাকুরি পদোন্নতি এবং নিরাপত্তা
- প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি
- ক্রেতাদের আগ্রহ,
- বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি,
- ঘুষ দেওয়া বা নেওয়ার বিরোধিতা,
- পরিবেশ সম্পর্কিত:
- স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা

গাইডেন্স অন সোস্যাল রিস্পন্সবিলটি (আইএসও ২৬০০০)

সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক নির্দেশনাটি আকার ও অবস্থানের ভিত্তিতে সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে এবং এর সাতটি মূল বিষয়াবলী ও সাতটি মূল নীতি রয়েছে।

আইএসও ২৬০০০ঃ২০১০

- মানবাধিকার
- শ্রম
- পরিবেশ
- অর্থনৈতিক এবং ব্যবসায়িক বিষয়
- ক্রেতাজনিত বিষয়
- জনসমাজের উন্নয়ন

পরিবেশ এবং উন্নয়ন ভিত্তিক রিও ঘোষণা

রিও ঘোষণার ২৭ টি মূলনীতিতে বলা হয়েছে, জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক আইন-নীতি মেনে নিজস্ব পরিবেশ ও অন্যান্য দেশের ক্ষতি না করা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য উন্নয়নশীল পৃথিবী গড়ে তোলা।

আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন দ্বারা গৃহীত হয় ১৯৯৮ সালে

কেন্দ্রীয় শ্রম মানদন্ডে সংজ্ঞায়িত:

- সভা-সমিতি এবং সমষ্টিগত ট্রেড ইউনিয়ন ও দরকষাকষি করার স্বাধীনতা
- যে কোন প্রকারের বাধ্যতামূলক এবং আবশ্যিক শ্রম নিষিদ্ধ
- শিশুশ্রমের উচ্ছেদ
- চাকরি এবং পেশা সম্পর্কে বৈষম্য বর্জন

সম্মিলিত উন্নয়নে সিএসআর কাঠামোর শর্তাবলী- জাতীয় বিধিমালার আলোকে:

প্রয়োজনীয় সরকারী নীতিমালার সীমাবদ্ধতা এবং যে নীতিমালা গ্রহণ করা হয় অনেকক্ষেত্রেই তার সুষ্ঠু প্রয়োগ না হওয়ায় শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়টি অবহেলিত থেকে যায়। সরকারী যে ধরনের নীতি নির্ধারণী কাঠামো রয়েছে তার সংখ্যা নেহায়েই কম নয়। সংবিধানে একদিকে 'সকল প্রকার শোষণ মুক্তির' কথা বলা হচ্ছে, অন্যদিকে বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জীবন-মান উন্নয়নে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছেনা।

আবার বেসরকারীকরণের মত শিল্পনীতির ক্ষেত্রেও শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ঠ বিষয় অনুপস্থিত। এই চিত্র আরো বেশি ভয়াবহ আকারে উপস্থিত হয় যখন সরকারী বাজেট বিশ্লেষণ করা হয়। 'শ্রমিক' যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, শ্রমদান প্রক্রিয়ায় যে শোষণ রয়েছে সংবিধানে তার আভাস পাওয়া গেলেও বাজেটে একেবারেই বিষয়টি অনুপস্থিত। সেখানে পুরো শ্রমিক শ্রেণীর জন্য আলাদা কোন অর্থ বরাদ্দ দেখা যায় না। 'শ্রমিকের' স্বার্থ সম্পর্কে সরকারি ভাবনা সবচেয়ে বেশি পরিষ্কার হয় বাংলাদেশ সরকারের শ্রম সম্পর্কিত পরিদপ্তর সমূহের কার্যক্রম পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে। যে পর্যালোচনায় দেখা যায় শ্রম পরিদর্শনের ঘাটতি যা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করে না বরং শ্রমিক শোষণ প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে। কিন্তু বাংলাদেশ সংবিধানে পরিষ্কার উল্লেখ আছে-

বাংলাদেশ সংবিধান অনুচ্ছেদ-১৫

রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়:

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;

(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্থতার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার।

সংবিধানের আলোকে প্রত্যেক নাগরিকের জীবনমান উন্নয়নের জন্য যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়, যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্র এবং সরকারের।

সিএসআর কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রমিকের কিছু চাহিদা পূরণ এবং তার উন্নত জীবন যাপনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা সম্ভব।

ভিশন-২০২১

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ভিশন-২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ সম্পূর্ণরুপে দারিদ্র্য নিরসন ও বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা। এ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সকল শ্রমজীবী মানুষের জন্য একটি মানসম্মত জীবন-যাপন নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যা সিএসআর এর আওতায় আনা যেতে পারে।

পার্সপেক্টিভ প্ল্যান অব বাংলাদেশ ২০১০-২০২১

পার্সপেক্টিভ প্ল্যান অব বাংলাদেশ ২০১০ -২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১২১ সালের মধ্যে মাথাপিছু আয় ২০০০ ডলারে উন্নীত করা। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বাংলাদেশের প্রতিটি খাতে কর্মরত প্রত্যেক শ্রমজীবী মানুষের জন্য একটি ন্যূনতম জীবনযাপন নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন এবং লক্ষিত

সময়ের মধ্যে তা অর্জন করতে হলে সিএসআর কার্যক্রমকে জনপ্রিয় ও উৎসাহিত করতে হবে, যা পার্সপেক্টিভ প্ল্যান অব বাংলাদেশ ২০১০-২০২১ এ উল্লেখ আছে।

ব্যক্তি খাত

সরকার স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের জন্য মুক্ত বাজার ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হয়েছে। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিখাত উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ও অর্থনীতির বেশির ভাগ বিনিয়োগ এ খাত থেকে আসে এবং এ কারনে এ খাতকে প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রথমিক খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে অবকাঠামো তৈরী, বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবসায় ও বিনিয়োগ বান্ধব করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যে বড় একটি অবদান রয়েছে সেটাও সমান স্বীকৃত। ব্যক্তিখাতে ব্যবসায় এবং কর্পোরেশনের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে এবং এদের মধ্যে কতগুলো সিএসআর কার্যক্রমে বড় অঙ্কের অর্থও সরবরাহ করে আসছে যা কিনা সময়মতো কর এর আওতায় আনা অবশ্যক।

সপ্তম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

যেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টা সহ জীবন-মান উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। এই পরিকল্পনা সফল হওয়ার ক্ষেত্রে সিএসআর কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল

সিএসআর কার্যক্রম দ্বারা সামাজিক নিরাপত্তার কৌশল বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

বাংলাদেশ ব্যাংক এর নীতিমালা

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথম ২০০৮ সালে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলোর অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব হিসেবে সিএসআর ব্যবস্থা চালু করে। তাই পেশাগত বাধ্যতামূলক অনুশীলন হিসেবে সিএসআর কে বাংলাদেশে নতুনই বলা যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংক সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করেছে, যা শুধু ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য।

সরকারের সাম্প্রতিক উদ্যোগ ও প্রতিশ্রুতি

বাংলাদেশ সরকার "শিশুদের জন্য জাতীয় 'ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা' নীতি-২০১৫, 'শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়' (খসড়া) করেছে"। সেখানে শ্রমিক-কর্মচারী'র সন্তানদের শিক্ষা-চিকিৎসা দেখভাল করা, সিএসআর এর আওতায় আনা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষমাত্রা-এসডিজি

বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের মত জাতিসংঘের সহস্রাব্দ ঘোষণা সাক্ষরকারী সদস্য হিসাবে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সহস্রাব্দ লক্ষমাত্রা অর্জনের পথে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য অর্জন, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, বৈশ্বিক উন্নয়ন সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যসমূহ ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই সহস্রাব্দ লক্ষ্যসমূহের প্রধানতম লক্ষ্যই হলো দারিদ্র্য দূরীকরণ। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ২০০৬-২০১৫ সময়কালকে সার্ক দারিদ্র্য বিমোচন দশক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সার্ক উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ(এসডিজিএস) অনুমোদন করা হয়েছে। এতে জোর দিয়ে বলা হয় কাউকে পেছনে ফেলে রাখা হবে না - কাউকে পেছনে ফেলে রেখে টেকসই উন্নয়ন কখনও অর্জিত হবে না।

জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। বর্তমানে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে হলে শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সিএসআর কার্যক্রম সফলভাবে কার্যকরী করা প্রয়োজন।

লক্ষমাত্রা ১. সব জায়গার সব রকমের দারিদ্র্যতা দুর করণ

লক্ষমাত্রা ৮. টেকসই, অর্ন্তভূক্তিমূলক এবং সহনশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পূর্ণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং সবার জন্য শোভন কাজ নিশ্চিত করার উপর জোর আরোপ করা

কর মওকুফ আইন

রাজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী 'সিএসআর' কার্যক্রমের মাধ্যমে যে কোন প্রতিষ্ঠান ১০% ট্যাক্স ছাড় পায়

কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব (সিএসআর) সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সংশোধনঃ

কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব (সিএসআর) পালনের ক্ষেত্রে করদাতা কোম্পানীকে ১০% কর রেয়াত প্রদান সংক্রান্ত ৪ জুলাই ২০১১ তারিখের এস.আর.ও নং-২২৯- আইন/আয়কর-২০১১ সংশোধন করে নতুন এস.আর.ও নং-১৮৬ আইন/আয়কর/২০১৪ তারিখঃ ১ জুলাই ২০১৪ জারী করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-১২)। উক্ত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সিএসআর সংক্রান্ত নিম্নোক্ত সংশোধনী আনা হয়েছেঃ

অ) কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব (সিএসআর) পালন খাতে ৮ কোটির পরিবর্তে সর্বোচ্চ ১২ কোটি টাকার উপর আয়কর রেয়াত প্রযোজ্য হবে;

আ) কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব (সিএসআর) পালন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে;

ই) বিদ্যমান ২২ টি খাতে সিএসআর কার্যক্রম সম্পাদন ছাড়াও কোন কোম্পানী কর্তৃক কোন বিশেষ দুর্যোগ বা টুর্ণামেন্ট বা জাতীয় অনুষ্ঠানের জন্য গঠিত এবং সরকার অনুমোদিত তহবিলে প্রদত্ত অনুদানকেও সিএসআর কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

এ বিধান ১ জুলাই ২০১৪ অর্থাৎ ২০১৫-১৬ কর বছর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা।

বাংলাদেশের সিএসআর আইন

সিএসআর বিষয়ে বাংলাদেশে কোন নির্দিষ্ট আইন নেই। ২০১৩ সালে সাভারে রানা প্লাজা ধসের পর সিএসআর এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ কে সংশোধন করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে, এই অনুচ্ছেদে কোম্পানি আইন ১৯৯৪ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা গড়তে কর্পোরেট স্ব-প্রবিধান সম্পর্কিত বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬- কে একীভূত করা হয়।

শিল্পনীতি

বাংলাদেশের নতুন শিল্পনীতিতে পরিকল্পিতভাবে শিল্পায়নের বিস্তৃতি ঘটবে বলে আশা করা যায়। শিল্পখাতে অব্যাহত ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য এবং দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী ও সম্ভাবনাময় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে দেশে দারিদ্র্য বিমোচন, বেকারত্ব হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য শিল্পনীতি প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর হতে বর্তমান পর্যন্ত যে শিল্পনীতি সমূহ গ্রহণ করা হয়েছে তাতে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের বিষয়টি উপেক্ষিত। শিল্পের বিকাশ এবং শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করতে হলে শিল্পনীতিতে শ্রমিক ইস্যুকে গুরুত্ব দিতে হবে।

বাংলাদেশ কোম্পানি আইন ১৯৯৪

একটি কোম্পানি কিভাবে পরিচালিত হবে এবং সেই সাথে কোম্পানি, অংশীদার ও ব্যবস্থাপকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত বিধানসমূহ বর্ণনা করে কোম্পানি আইন ১৯৯৪। এই আইন ব্যবসার মালিক অথবা কর্পোরেট বোর্ড পরিচালকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কেও আলোকপাত করে। মূলত, এই আইন সামাজিক দায়বদ্ধতা পূরণের জন্য কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানসমূহকে কোন নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে বলে না এবং যেহেতু এই আইন প্রতিষ্ঠানসমূহকে সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল করে তুলবে তাই এই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা ও অনুচ্ছেদসমূহ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। অসম্পূর্ণ বা অপর্যাপ্ত তথ্যের উপর আইনি মামলা হয়, পরিচালক বা কর্মকর্তাকে এর তদন্ত সাপেক্ষে সত্যতা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া, অসত্য তথ্য প্রকাশ ও জালিয়াতির জন্য শাস্তির ব্যবস্থাও অপর্যাপ্ত।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর মূল শ্রম মানদন্ড অনুসারে বাংলাদেশের জাতীয় শ্রম আইন রয়েছে। বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬ - এ শ্রমিকের অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হলেও প্রতিনিয়ত উৎপাদন শিল্পে শ্রমিকের অধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-ই বাংলাদেশের শ্রম বিষয়ে প্রধান আইন। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সাতটি ব্যবসা শিল্প ক্ষেত্রের শ্রম আইনের সাপেক্ষে বিশ্লেষণ ও তুলনা করা হয়েছে। যেমনঃ এএস ৮০০০ আন্তর্জাতিক সামাজিক দায়িত্ব, নৈতিক ব্যবসা উদ্যোগের মূল আইন, ন্যায্য শ্রম সংস্থা, ন্যায্য পরিধান ফাউন্ডেশন, সম্মিলিত সামাজিক ব্যবসা উদ্যোগ, বিশ্বব্যাপী দায়িত্বশীল পোশাক উৎপাদন, কর্পোরেট দায়িত্ব ও শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় যৌথ উদ্যোগ। যদি বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান আইনটি ১০০ ভাগ মেনে চলে তাহলে একই সাথে সে সাধারণ আইনেরও ৮৫ শতাংশ পুরন করবে।

অন্যান্য দেশের সিএসআর আইন ও নীতিমালা ঃ

ভারতে (সিএসআর) আইন অনুয়ায়ী সরকার বৃহৎ প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের বার্ষিক লাভের ২ শতাংশ ব্যবসায়িক সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য ব্যয় করতে হয়। নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে ৩ বছর সময়কালে গড় লাভের ২ শতাংশ সিএসআর কার্যক্রম এর জন্য দিতে হয়। কোম্পানি বোর্ড এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত একজন স্বাধীন পরিচালকের অধিনে একটি সিএসআর কমিটি গঠন করতে হয়। কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ, সিএসআর কমিটির গঠন-সহ সিএসআর এর সম্পূর্ণ কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করতে হয় এবং তারা যদি বরাদ্দকৃত সম্পুর্ণ অর্থ ব্যয় করতে ব্যর্থ হয় তবে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হয়।

বৃটেনে সিএসআর মন্ত্রণালয় রয়েছে, সিএসআর কার্যক্রমকে মনিটরিং করার জন্য। শ্রীলংঙ্কা, লন্ডন, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ড সহ আরো অনেক দেশেই সিএসআর নীতিমালা রয়েছে।

আইটিইউসি'র মতামত:

আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের দাবী সিএসআর কার্যক্রমকে জাতীয় শ্রমমান এবং জাতীয় শ্রম আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়ন এবং সিএসআর কার্যক্রমকে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম থেকে আইনের আওতায় আনতে হবে। সব কোম্পানিকেই সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নের উপর নেতিবাচক প্রভাব ব্যতীত সিএসআর কে ব্যবহার করতে হবে।

ট্রেড ইউনিয়নের মতামত:

সিএসআর কার্যক্রম আমাদের দেশে মূলত স্বেচ্ছাসেবক বা জনকল্যাণমুলক কার্যক্রম হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন মনে করে একে বাধ্যতামূলক করে আইনি কাঠামো দেয়া উচিত। বাধ্যতামূলক করে আইনের আওতায় আনতে হলে সরকার, ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক-মালিক, নাগরিক সমাজ, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। আমাদের দেশের গার্মেন্টস্গুলোর সিএসআর কার্যক্রম দৃশ্যমান নয়। যে সব প্রতিষ্ঠান সিএসআর কার্যক্রম করে থাকে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই ট্রেড ইউনিয়নকে ব্যবস্থাপনার অংশীদার করতে হবে সিবিএ এর মাধ্যমে। পরিচালকবর্গ একা যেটা করবে সেটা হবে দান বা জনসেবামূলক কর্মকান্ড। সরকারী নীতিমালা থাকা দরকার, সেই নীতিমালা অনুযায়ী সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আলাদা সিএসআর বিভাগ থাকা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে তথ্য পেতে সবার সুবিধা হবে। এছাড়াও সিএসআর কার্যক্রমের স্বচ্ছতা থাকবে। সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বৎসরিক বাজেট থাকতে হবে, সেখানে প্রতি বছরের জন্য মোট লভ্যাংশের ৫% সিএসআর খাতে ব্যয় হবে, যার স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

বিল্‌স আয়োজিত সিএসআর বিষয়ক বিভিন্ন মত বিনিময় সভার মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশমালা

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা-সিএসআর কার্যক্রমে ট্রেড ইউনিয়নের তথা শ্রমিক কর্মচারীদের অংশগ্রহন ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিল্‌স একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিল্‌স নেতৃবৃন্দ, জাতীয় ফেডারেশনসমূহের নেতৃবৃন্দ, স্কপভুক্ত নেতৃবৃন্দ, সিএসআর ইস্যুতে কার্যক্রম আছে এমন প্রতিটি সেক্টরের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, শ্রমিক প্রতিনিধি, বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, মালিকপক্ষের প্রতিনিধি যেমন: বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা, চা শিল্প, টেলিযোগাযোগ শিল্প, ঔষধ শিল্প, বস্ত্র শিল্প, চামড়া-পাদুকা শিল্প, ভবন নির্মাণ প্রতিষ্ঠান, ইস্পাত ও লৌহ কারখানা, রি-রোলিং কারখানা, আসবাব-পত্র শিল্প, গ্যাস শিল্প, হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্র, হোটেল ও পরিবহন খাত, তামাক-শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন-বিজিএমইএ, বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন-বিকেএমইএ সহ সিএসআর নিয়ে কর্মরত সংগঠন, সংশ্লিষ্ট গবেষনা প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন চিন্তাবিদ ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গবেষক, বিল্‌স-সিএসআর উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন আলোচনা সভা, মত বিনিময় সভা, কর্মশালার মাধ্যমে বিভিন্ন সুপারিশ ও মতামত সংগ্রহ করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক/মালিক/ট্রেড ইউনিয়ন এর অংশগ্রহণে একটি জাতীয় নীতিমালার রূপরেখা তৈরী করা।

সিএসআর বিষয়ক সুপারিশমালা

<u>শ্রমিকপক্ষ</u>

১. সিএসআরকে বাধ্যতামুলক করার লক্ষ্যে আইন তৈরিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শ্রম আইনের সাথে সিএসআর কে যুক্ত করা বা আলাদা আইনের জন্য সুপারিশ প্রণয়নে ট্রেড ইউনিয়নের সাথে বিল্‌স সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

২. শ্রমিকের কল্যানে, শ্রমিকের অধিকার আদায়ে শ্রমিক প্রতিনিধির প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ। তাই সিএসআর কমিটিতে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন।

৩. ট্রেড ইউনিয়নকে সচেতন থাকতে হবে, সিএসআর যেন বিদ্যমান শ্রমনীতি ও আইনের বিকল্প না হয়।

৪. সিএসআর যে শ্রমিকদের জন্য অনুগ্রহ নয় বরং প্রাপ্য সে ব্যাপারে জনসমর্থন ও জনসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য ট্রেড ইউনিয়নের ক্যাম্পেইন করা দরকার।

মালিকপক্ষ

১. বিভিন্ন দেশের সিএসআর চর্চা অনুসরণ করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সিএসআর এর জন্য আলাদা তহবিল গঠন করে খাতওয়ারী খরচের বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করা প্রয়োজনীয়।

২. প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে তার মুনাফার ৫% সিএসআর এর জন্য আলাদা খরচ এবং এই ৫% মূনাফার ৪০ ভাগ অভ্যন্তরীণ শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যয় করা দরকার।

৩. সিএসআর থেকে শ্রমিকের প্রাপ্ত অর্থ তার মজুরীর সাথে প্রদান করলে তা তাৎক্ষণিকভাবে শ্রমিকের উপকারে আসবে।

৪. সিএসআর কার্যক্রম নির্ধারণ করার জন্য বোর্ড বা কমিটি বা টিম গঠন করে সেখানে ট্রেড ইউনিয়নের উপস্থিতি নিশ্চিত করা দরকার।

৫. সিএসআর সম্পর্কে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৬. কিছু প্রতিষ্ঠান পরিচিতি লাভ ও সুনাম অর্জনের জন্য সিএসআর-এর নামে স্পন্সর করে থাকে। যেমন বিভিন্ন খেলা, গানের অনুষ্ঠানে, প্রতিযোগীতা, পিকনিক, মিলাদ ও প্রর্দশনীতে স্পন্সার করে। এটি সিএসআর কার্যক্রম হিসেবে গ্রহনযোগ্য হতে পারে না।

৭. সিএসআর এবং কমপ্লায়েন্স কেউ কারো বিকল্প নয়, এ দুটোকে আলাদা করে দেখা দরকার।

৮. সিএসআর এর পুরো অংশটিই কি দাতব্য হবে, নাকি এর একটি অংশ সরকারী তহবিল গঠনের মাধ্যমে বণ্টন করা হবে তা বিবেচনা করতে হবে।

৯. যেসব প্রতিষ্ঠান পরিবেশের ক্ষতি করে পণ্য উৎপাদন করে তাদের আরো বেশি বেশি সিএসআর কার্যক্রম করতে হবে। যেমন: ট্যানারি, জ্বালানী তেল ইত্যাদি।

১০. আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।

১১. সিএসআর এর মাধ্যমে শ্রমিকের পরিবারের জন্য এবং বৃদ্ধ বয়সে শ্রমিকের জন্য চিকিৎসা সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

সরকারপক্ষ

১. সিএসআর বিষয়ক আইন প্রনয়নের মাধ্যমে এ কার্যক্রম সব সেক্টরের জন্য বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। অন্যথায়, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক দায়বদ্ধতা এড়িয়ে যেতে পারে।

২. সিএসআর গাইডলাইন তৈরী করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে গাইডলাইনের আওতাভুক্ত করা দরকার।

৩. কোন কোন খাতে সিএসআর এর কত অর্থ ব্যয় হবে, কাদের জন্য ব্যয় হবে, কিভাবে ব্যয় হবে; নীতিমালায় তার স্পষ্ট উল্লেখ থাকা দরকার।

৪. প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সিএসআর এর জন্য আলাদা তহবিল গঠন এবং খাতওয়ারী ব্যয়ের বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করার নিদের্শ সিএসআর নীতিমালায় থাকা প্রয়োজন।

৫. যে প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিবেশ, মানুষের শরীর এবং সামাজিক ক্ষতি হয় সংক্রান্ত ক্ষতি হয়, তাকে সেই ক্ষতি পূরনে সিএসআর এর অর্থ ব্যয়ের বিবেচনায় নির্দেশনা থাকা দরকার।

৬. "শ্রমিক-কল্যাণ ফান্ড" ও "সিএসআর ফান্ড" নামে দুটো আলাদা ফান্ড থাকতে হবে।

৭. সিএসআর এর অর্থের একটি অংশ সরকারী তহবিল গঠনের মাধ্যমে জাতীয়ভাবে বন্টন করা যেতে পারে। একে আইনী বাধ্যবাধকতার জন্য সৃষ্ট তহবিলের সাথে সম্পৃক্ত বা বিকল্প করা যাবে না।

৮. বাংলাদেশ ব্যাংক এর গাইডলাইন-২০০৮ এ উল্লেখিত সিএসআর নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে।

৯. সিএসআর ফান্ড থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য পেনশন, বাসস্থান ও তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

১০. নির্মাণ শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক, রি-রোলিং, স্টিল মিল্‌স শ্রমিকদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সিএসআর করা প্রয়োজন

১১. সিএসআর কর্মসূচীতে শ্রমিক/কর্মচারীদের পোষ্যদের শিক্ষা, বৃত্তি ও পরিবার কল্যানের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

১২. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে সিএসআর এর আওতাভূক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১৩. সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রবাসী শ্রমিকদের ও তাদের পরিবারকে সিএসআর এর আওতায় অন্তর্ভূক্ত করা দরকার।

১৪. ক্ষতিকর দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সিএসআর কার্যক্রম করার সময় সেই ক্ষতিকারক কোম্পানির নাম, লোগো, ব্র্যান্ড ইত্যাদি যেন প্রচারনার কাজে ব্যবহার করতে না পারে সেটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

Website: www.bilsbd.org

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্‌স
বাড়ি ২০ (৪র্থ তলা), সড়ক ১১ (নতুন), ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
ফোন: +৮৮-০২-৯১৪৩২৩৬, ৯১২০০১৫, ৯১২৬১৪৫, ৯১১৬৫৫৩, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৫৮১৫২৮১০, E-mail : bils@citech.net